গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫৬

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুলের আগমনের ৫১ বছর পূর্তি পালন ও নজরুল পদক প্রদান

ময়মনসিংহ (২৪ মে, ২০২৩ খ্রি.):

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্মজয়ন্তী ও বাংলাদেশে জাতীয় কবিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ৫১ তম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদিনব্যাপী নজরুল জয়ন্তী শুরু হয়েছে। প্রথমদিন 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুল' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে নজরুলের আগমনের ৫১ বছর পূর্তিকে স্মরণ করা হয়।

কবি প্রত্যাবর্তনের ৫১ বছর পূর্তিকে স্মরণ করে বুধবার (২৪ মে) বিশ্ববিদ্যালয়ের গাহি সাম্যের গান মঞ্চে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুল' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি.। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মো. হুমায়ুন কবীর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, কবি নজরুলই আমাদের জাতীয় কবি হবেন এই ভাবনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি কবিকে দেশে এনে তাকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছেন। অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি আরও বলেন, ১০ জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুল দেশে এসেছিলেন, ১১ জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মবার্ষিকী। ৫১ বছর আগে কবির প্রত্যাবর্তন হয়েছিল; ১২৪ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার হাত ধরে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। সেই দিনকে আমরা কবি জন্মজয়ন্তীর সঙ্গে মিলিয়ে একদিন আগে থেকেই আমরা ভবিষ্যতে সরকারিভাবে উদযাপন করা শুরু করবো। আর এ জন্য নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। কেননা তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের সামনে এনেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, কবি নজরুল আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন যেন একই আত্মা। তাদের কর্ম ও স্বপ্ন ছিল একই ধরনের। নজরুল যেমন ছিলেন বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি তেমনি বঙ্গবন্ধুও ছিলেন রাজনীতির কবি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি। আর স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই জাতির পিতা কবি নজরুলকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

পদকপ্রাপ্ত খিলখিল কাজী বলেন, কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমরা যেমন অনেক কাজ করছি তেমনি তাঁর অনেক কাজ এখনো বাকী রয়ে গেছে। কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বাংলার মধ্যে বেঁধে রাখার কবি নন। এখন সময় এসেছে সেদিকে নজর দেওয়ার। কবি নজরুলের বিদ্রোহীসহ অন্যান্য কবিতাগুলো অনুবাদের মধ্যদিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। নজরুলের জীবনকে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, ১৯৭২ সালের ২৪ মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে এনেছিলেন। এরপর নজরুল আর ভারতে ফেরত যাননি। ১৯৭৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের মাটিতে কবির সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। সমাধিসৌধ বাঙালির পবিত্র অঙ্গন। বঙ্গবন্ধু সেদিন নজরুলকে বাংলাদেশে না নিয়ে এলে এদেশে নজরুলের আগমন সত্যিই হতো কী না সে প্রশ্ন থেকে যায়। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের কারণে সেদিন কোনো পাসপোর্ট,ভিসা, ইমিগ্রেশন ছাড়াই নজরুলকে বাংলাদেশে আনা সম্ভব হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নজরুল পদক-২০২৩ ঘোষণা করা হয়েছে। উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর পদকপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। এ বছর নজরুল সংগীতে সঙ্গীতশিল্পী নীলুফার ইয়াসমিন (মরণোত্তর) ও কবি পরিবারের খিলখিল কাজী; নজরুল স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ ও নজরুল গবেষণায় আমেরিকান নজরুল গবেষক উইনস্টন ই. ল্যাংলি পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন। এদের

মধ্যে কবি পরিবারের খিলখিল কাজী ও অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ সশরীরে উপস্থিত থেকে পদক ও সম্মাননা গ্রহণ করেন। প্রায় সাড়ে চার কেজি ওজনের পদক ও পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও উপাচার্যসহ অন্যরা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নজরুল পদক প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, আমরা ২০০৯ সাল থেকে যে সম্মাননা প্রদান করেছি সেটাকে এবার পদকে রূপান্তর করা হয়েছে। নজরুল পদককে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত পদক হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সেজন্য যাকে তাকে আমরা এই পদক দিতে চাই না। এবারেও যে চারজনকে নজরুল পদক দেওয়া হয়েছে তাদের নাম অত্যন্ত নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে নির্বাচিত করা হয়েছে। কোয়ালিটির ব্যাপারে কোন আপোষ করা হয় না।

এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বই মেলার উদ্বোধন করেন। বই মেলায় নজরুল সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রকাশনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষে একটি আর্ন্তজাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে মুখ্য আলোচনা করেন ভারতের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুমিতা চক্রবর্তী। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. রুবেল আনছার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান। আলোচনা করেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কল্পনা হেনা রুমি। এরপর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী মৃত্যুবরণ করায় ১২৪ তম নজরুল জন্মজয়ন্তীকে কল্যাণী কাজীর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

#

মনির/রিদওয়ান/রেজভী/হুদা/দেওয়ান/সজিব/২০২৩/২১:০০ ঘণ্টা